ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫৩৩
আগরতলা, ২৬ আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘সিরিঞ্জ নেই হাসপাতালে, বিপাকে রোগীরা,’’ এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় গত ২০ আগস্ট,২০২৫ এবং‘‘২ শিশুর ভ্যাকসিন দেওয়া হলো না হাসপাতালগুলোতে সিরিঞ্জের অকাল, বিপাকে রোগীরা,’’ এই শিরোনামে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় গত ১৯ আগস্ট,২০২৫ প্রকাশিত সংবাদ দুটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, চড়িলাম এলাকার বাসিন্দা রাশিদুল ইসলাম (৬) ও ইয়েসমিন খাতুন (১১)নামে দুইজন রোগী গত ২১ জুলাই, ২৫ তারিখে কুকুর কামড়ের ইতিহাস নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ পিএইচসির জরুরী বিভাগে এসেছিল। নির্দেশিকা অনুযায়ী তাদের অ্যান্টি-রেবিস ভ্যাকসিন ইনট্রাডার্মাল পদ্ধতিতে দেওয়ার জন্য প্রেসক্রাইব করা হয় এবং তারা বি.পি.এল শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় শিশুদেরকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। তবে সমস্যা দেখা দেয় যখন ইনট্রাডার্মাল পদ্ধতিতে ইনজেকশনের জন্য ১ মিলি ইনস্যুলিন সিরিঞ্জের প্রয়োজন হয়। উক্ত পিএইচসিতে ইনস্যুলিন সিরিঞ্জ না থাকায়, শিশুদের পিতাকে স্থানীয় বাজার(ফার্মেসি)থেকে সিরিঞ্জ এনে দিতে অনুরোধ করেন । যেহেতু উভয় রোগীই শিশু, তাই ব্যথাহীন ইনজেকশন পদ্ধতির সুবিধা বিবেচনা করে ইনট্রাডার্মাল পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।কিন্তু পরবর্তী সময় উভয় রোগীকেই বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমসিএইচ ক্লিনিক থেকে সিরিঞ্জের ব্যবস্থা করে ইনট্রাডার্মাল পদ্ধতিতে অ্যান্টি-রেবিস ভ্যাকসিনের চারটি ডোজ প্রদান করে সম্পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়।

******